প্রথম আলো

তারিখ ..13 MAY 2010...
পৃষ্ঠা ..26.. কলাম ...2.

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাগার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে

মাসুম আলী ●

দেশের প্রতিটি জেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে পাঠাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পর্যায়ে পাঠাগার স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই কর্মসূচির আওতায় শেরপুর জেলার ২৬টি ইউনিয়ন পরিষদ ও চারটি পৌরসভায় বইমেলা এবং ওই এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০১৪ সালের মধ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মাধ্যমে পাঠাগার স্থাপন করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রথমে শেরপুর জেলাকে মডেল হিসেবে বিবেচনা করে একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এ জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদারকে আহ্বায়ক করে ১৫ সদস্যের একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। শ্যাম সুন্দর সিকদার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শেরপুরে বইমেলা করার মধ্য দিয়ে শুরু হবে আমাদের কার্যক্রম। এরপর শেরপুরের প্রতিটি উপজেলার সবগুলো ইউনিয়নে একটি করে পাঠাগার স্থাপন করা হবে। যেখানে সৃজনশীল নানা ধরনের বইয়ের পাশাপাশি থাকবে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী বই।'

অন্যদিকে তৃণমূল পর্যায়ে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে তাদের 'স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান' কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণে পরামর্শ দিয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। সংস্কৃতিসচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন *প্রথম আলোকে* জানান, প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠাগার স্থাপনের জন্য একটি বুক সেল্ফ কিনতে বলা হয়েছে। এ জন্য স্কুলগুলোয় ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ লাইব্রেরি স্থাপনের উদ্যোগটিকে স্বাগত জানিয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নিঃসন্দেহে এটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমরা ইতিমধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালককে (প্রশাসন) সভাপতি করে একটি নয় সদস্যের কমিটি গঠন করেছি। এ কমিটি পাঠাগার স্থাপন এবং পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত দেবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) আবদুর রউফ চৌধুরী জানান, 'কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাগার স্থাপন করা যাবে, এমন তালিকা জানতে চেয়ে ইতিমধ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর আমরা চিঠি দিয়েছি। এ তালিকা হাতে পেলে আমরা তা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করব।

এ ছাড়া আমরা জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে স্থানীয়ভাবে বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে বই দেওয়া জন্য আবেদন করেছি।'